চিল্ড্রেন'স এডুকেশন সিরিজ (৩য় থেকে ৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

Book-1

ছোটদের ঈমান ও আকীদা

আমির জামান
নাজমা জামান

Published by
Institute of Family Development, Canada
www.themessagecanada.com

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মন্তব্য/পরামর্শ	আমির জামান/নাজমা জামান টরন্টো, ক্যানাডা info@themessagecanada.com
১ম প্রকাশ	মে ২০১৩
২য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৬
৩য় প্রকাশ	জানুয়ারী ২০১৮
প্রশ্ন পর্ব সহযোগিতায়	জেনিফা তাহ্‌রীম (উপমা)
সার্বিক সহযোগিতায়	রোকসানা পারভীন (রুমা)
ভাষা সহযোগিতায়	প্রমি, রজিত, তন্নী
প্রচ্ছদ সহযোগিতায়	জারা, রামিসা, জুমানা
© কপিরাইট	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট
প্রাপ্তিস্থান	আই.এফ.ডি ট্রাস্ট মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ০১৭১০২১৯৩১০, ০১৬৮২৭১১২০৬ আল মারুফ পাবলিকেশনস কাটাবন মসজিদ, ঢাকা ০২৯৬৭৩২৩৭, ০১৯১৩৫১০৯৯১ কবির পাবলিশার্স চট্টগ্রাম ০১৬১৩০৬১৬৫৩
মূল্য	প্রতিটি বই ১০০ টাকা (Fixed price) ১২টি বইয়ের সম্পূর্ণ সেট ১২০০ টাকা (Fixed price)

অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য বিশেষ গাইডলাইন

আমরা অভিভাবক এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা যখন আমাদের বাচ্চাদের ইসলামিক সায়েন্স সিরিজের বইগুলো পড়াবো তখন নিম্নের কিছু গাইডলাইন অনুসরণ করার চেষ্টা করবো। এতে আমাদের সন্তানরা আরো বেশী উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

১) আমরা অভিভাবকরা যদি রুটিন করে এই সিরিজের ১২টি বই আমাদের সন্তানদের নিজ ঘরে নিজ তত্ত্বাবধানে পড়াই তাহলে সে দুই বছরের মধ্যে ইসলামিক সায়েন্সের উপর পূর্ণাঙ্গ নলেজ নিয়ে গড়ে উঠবে এবং মজবুত ঈমানের অধিকারী হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

২) সন্তানদের পড়ানোর আগে নিজে পুরো বইটি আগাগোড়া পড়ে নিবো। সন্তানদের যেন কোন বিষয়ে গোজামিল দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা না করি। প্রতিটি বিষয়ের সাথে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝানোর চেষ্টা করি। তারা যেন প্রতিটি বিষয় আনন্দের সাথে শিক্ষাগ্রহণ করে।

৩) প্রতিটি বিষয়ে রসূল ﷺ-কে রোল মডেল হিসেবে তুলে ধরতে হবে। রসূল ﷺ -এর জীবনী এবং সাহাবা (রা.)-দের জীবনী পড়ার পাশাপাশি রসূল ﷺ-এর জীবনীর উপর তৈরী মুভি এবং কার্টুন-এর ভিডিও দেখতে পারি। প্রতিটি অভিভাবকেরই উচিত রসূল ﷺ -এর জীবনী "আর-রাহীকুল মাখতুম" বইটি পড়ে বিস্তারিত জেনে নেয়া।

৪) রসূল ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করতে বলেছেন তা সহীহ হাদীসগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। এই সিরিজের সলাত শিক্ষার বইটিতে সলাতের প্রতিটি স্টেপ সহীহ হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে। সহীহভাবে সলাত আদায়ের ভিডিও ও লেকচার ইউটিউবে পাওয়া যায়, তা দেখে আমরা সলাতটি ঠিক করে নিতে পারি। আমরা বড়রা যখন সলাত আদায় করি তখন যেন সন্তানদের সাথে নিয়ে আদায় করি এবং তাদেরকে সবসময় মসজিদে নিয়ে যাই হোক সে ছেলে বা মেয়ে। কাতারে নিজের পাশে দাঁড় করাই এবং তাদেরকে যেন পিছনে ঠেলে না দেই।

৫) ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে সদাকার অভ্যাস করানো উচিত। দেশের অসহায়-দরিদ্র এবং গরীব আত্মীয়দের সাহায্য সহযোগীতা করার জন্য ছোটবেলা থেকেই সন্তানদেরকে শিক্ষা দেয়া উচিত।

৬) ইসলামী আদব শিক্ষার বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকতে হবে যেন তারা পড়ার পাশাপাশি ঐ মুহূর্ত থেকেই প্রাকটিক্যাল করে থাকে। ইসলামী আদব বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত আদবগুলো সন্তানরা ঠিক মতো প্রয়োগ করছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখি। প্রথম প্রথম সে হয়তো ভুলে যেতে পারে তৎক্ষণাৎ তাকে আদবের সাথে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, তুমি সালাম দিতে ভুলে গেছ বা ঐ দু'আটা বলতে ভুলে গেছ ইত্যাদি, এমনভাবে বলা যাবে না যে সে অপমান বোধ করে। তবে একটি বিষয় খুবই সতর্ক থাকতে হবে যে আমরা তাদেরকে যা শিখানোর চেষ্টা করছি তা যেন আমরা নিজেরাও ঠিক মতো পালন করি তা না হলে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বও তাদের কাছে কমে যাবে।

৭) নিজ বাসায় সন্তানদের জন্য একটি পারিবারিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা উচিত। এছাড়া IFD প্রকাশিত "প্যারেন্টিং" এবং "ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনে কীভাবে সফলতা অর্জন করবে" এই বই দু'টি যোগাড় করে অবশ্যই প্রতিটি অভিভাবকের পড়ে নেয়া উচিত। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

সূচীপত্র

ঈমানের ৬টি স্তম্ভ বা ভিত্তি	৫
আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস	৬
ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস	৭
আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস	৮
রসূলদের প্রতি বিশ্বাস	৯
আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস	১০
তাক্বদীরে বিশ্বাস	১১
আরকানুল ঈমান	১২
ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ	১৪
কালিমা তাইয়িবা	১৬
কালিমা শাহাদাত	১৭
ইসলামের ৫টি স্তম্ভ	২২
সলাহ (নামায)	২৩
যাকাত	২৪
সিয়াম (রোযা)	২৫
হাজ্জ	২৭
ইসলামী আকীদা	৩০
কবীরা গুনাহ	৩৩

ঈমানের ৬টি স্তম্ভ বা ভিত্তি

ঈমানের ছয়টি স্তম্ভ (Six Pillars of Imaan) এদের অন্য পরিচয় হচ্ছে অন্যদিকে এগুলোকে ইসলামী আকীদাও বলা হয়ে থাকে । আকীদা অর্থ অন্তরে গভীর বিশ্বাস ।

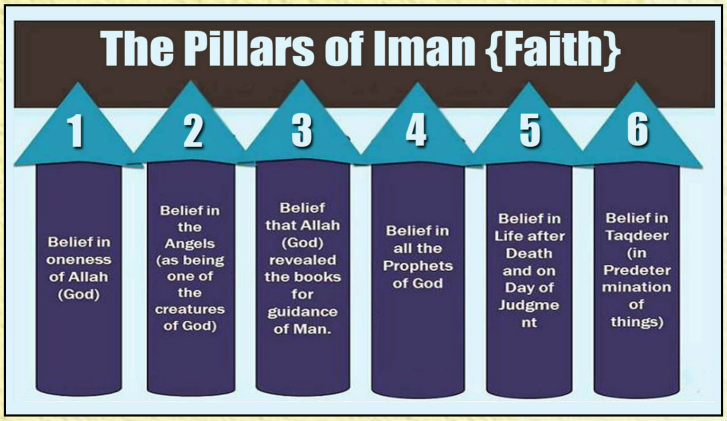

১ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

২ ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস

৩ আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস

৪ রসূলদের প্রতি বিশ্বাস

৫ আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

৬ তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস

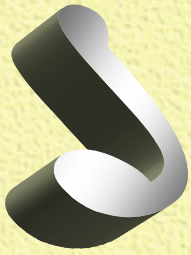

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস

এর মানে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদের তিনটি অংশের প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করা। যথা ঃ

ক) আল্লাহ তা'আলার কাজের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ববাদ। একজন মুসলিম বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন সকল কিছুর মালিক, পরিচালনাকারী, সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা।

খ) বান্দাদের কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে তাঁর একত্ববাদ। একজন মুসলিম বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হলেন একমাত্র সত্যিকার মা'বুদ তথা ইবাদতের উপযুক্ত এবং সে সকল প্রকার ইবাদত তাঁকে উদ্দেশ্য করে করবে।

গ) আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ববাদ। আমরা স্বীকৃতি দেবো যে, আল্লাহ হলেন দয়াময়, পরম দয়ালু; তাই আমরা তাঁর নিকট রহমত কামনা করবো। তিনি হলেন রিযিকদাতা, পরম শক্তির অধিকারী; তাই আমরা তাঁর নিকট রিযিকের জন্য আবেদন করবো। তিনি হলেন রোগ নিরাময়কারী, সুতরাং আমরা সঠিক চিকিৎসাও করাবো এবং তাঁর নিকট রোগ থেকে মুক্তির জন্য দু'আও করবো। আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল; তাই আমরা তাঁর নিকট ক্ষমার জন্য দু'আ করবো। তিনি হলেন মার্জনাকারী ও দানশীল; তাই আমরা তাঁর নিকটই মাফ চাইবো। ইত্যাদি।

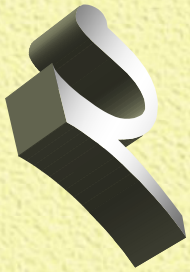

ফিরিশতাদের প্রতি বিশ্বাস

মুসলিম বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তা'আলা অনেক ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন, যারা রাতদিন, সব সময় ক্লান্তিহীনভাবে তাঁর হুকুম অনুসারে কাজ করেন; আর তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আছেন যারা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ।

কয়েকজন ফিরিশতার নাম ও তাদের দায়িত্ব

ফিরিশতাদের নাম	আল্লাহ তাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন
জিবরাঈল (আলাইহিস সালাম)	আল্লাহর বাণী নাবী ও রসূলদের কাজে পৌঁছে দিতেন ।
মিকাঈল (আলাইহিস সালাম)	আল্লাহর আদেশে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন ।
মালাকুল-মাউত (আলাইহিস সালাম)	আল্লাহর আদেশে সকল মানুষের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন ।
ঈসরাফিল (আলাইহিস সালাম)	আল্লাহর আদেশে একদিন সিংগায় ফুঁ দিবেন তখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে ।
মুনকার-নাকির (আলাইহিস সালাম)	এই দু'জন ফিরিশতা মানুষের মৃত্যুর পর কবরে প্রশ্ন করবেন ।

ملائكة

(Mala-ikah)

দ্রষ্টব্য ঃ আজরাঈল বলতে কুরআন-হাদীসে কোন শব্দ নেই, সঠিক শব্দটি হচ্ছে মালাকুল-মাউত (মৃত্যুর ফিরিশতা) । ফিরিশতার আরবী শব্দ হচ্ছে মালাইকাহ ।

আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাস

রসূলদের উপর নাযিলকৃত আল্লাহ তা'আলার কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস করা। যেমন, তাওরাত-মূসা (আ.); ইঞ্জিল-ঈসা (আ.); যাবুর-দাউদ (আ.) এবং আল কুরআন, যা মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল কুরআনুল কারীম হল সর্বশেষ কিতাব, যার মাধ্যমে কিতাব অবতীর্ণের ধারা শেষ হয়েছে এবং যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের বিধানকে বাতিল করে দিয়েছেন; আর কুরআনের মধ্যে যা এসেছে, তা ব্যতীত অন্য কোন কিতাবের বিধান অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা বৈধ নয়।

আল-কুরআনে বর্ণিত চার জন রসূলের নাম যাদের উপর কিতাব নাযিল হয়েছে

নং	নাযিলকৃত কিতাবের নাম	যাদের উপর কিতাব নাযিল হয়েছে	রসূলদের ইংলিশ নাম
১.	যাবুর	দাউদ (আলাইহিস সালাম)	David (Peace be upon him)
২.	তাওরাত	মুসা (আলাইহিস সালাম)	Moses (Peace be upon him)
৩.	ইঞ্জিল	ঈসা (আলাইহিস সালাম)	Jesus (Peace be upon him)
৪.	কুরআন	মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)	Muhammad (Blessings and peace be upon him)

রসূলদের প্রতি বিশ্বাস

নাবী-রসূলগণ মানুষকে সুসংবাদ দেন, সতর্ক করেন এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার কথা মানুষের নিকট প্রচার করেন। সর্বশেষ হলেন মুহাম্মাদ ﷺ, যার মাধ্যমে নবুওয়ত ও রিসালাতের সমাপ্তি ঘটে এবং তিনি তাদের মধ্যে সর্বশেষ, তাঁর পরে আর কোন নাবী আসবেন না; তিনি সকল মানুষ ও জিনের নাবী; আর রসূল ﷺ যে শারী'আত চালু করেছেন, সে অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা না হলে তা বৈধ হবে না।

আল-কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নাবী ও রসূলদের নাম

আরবী নাম	ইংলিশ নাম	আরবী নাম	ইংলিশ নাম
১. আদম	Adam	১৪. যুল্ কিফল	Ezekiel
২. ইদ্রিস	Enoch	১৫. মূসা	Moses
৩. নূহ	Noah	১৬. হারূন	Aaron
৪. হুদ	Heber	১৭. দাউদ	David
৫. সালিহ	Methusela	১৮. সোলাইমান	Solomon
৬. লূত	Lot	১৯. ইলিয়াস	Elias
৭. ইবরাহীম	Abraham	২০. আল-ইয়াসা	Elisha
৮. ইসমাঈল	Ishmael	২১. ইউনুস	Jonah
৯. ইসহাক	Isaac	২২. জাকারিয়া	Zachariah
১০. ইয়াকুব	Jacob	২৩. ইয়াহিয়া	John the Baptist
১১. ইউসুফ	Joseph	২৪. ঈসা	Jesus
১২. শু'আইব	Jethro	২৫. মুহাম্মাদ	Muhammad
১৩. আইয়ুব	Job		

সবার উপর আল্লাহ শান্তি বর্ষণ করুন।

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

মানুষের এই পৃথিবীর জীবনের পর আরেকটি নতুন জীবন শুরু হয়; আর তা হল মৃত্যু, কবরের পরীক্ষা, তার নিয়ামত ও শাস্তির মাধ্যমে; আর কিয়ামতের ছোট ও বড় শর্ত বা নিদর্শনের মাধ্যমে; অতঃপর পুনরুত্থান বা পুনরায় জীবিত হওয়া, হাশর (সমাবেশ), হিসাব, প্রতিদান ও পুলসিরাত এবং সব শেষে জান্নাত ও জাহান্নামের মাধ্যমে ।

আখিরাতের চিত্র

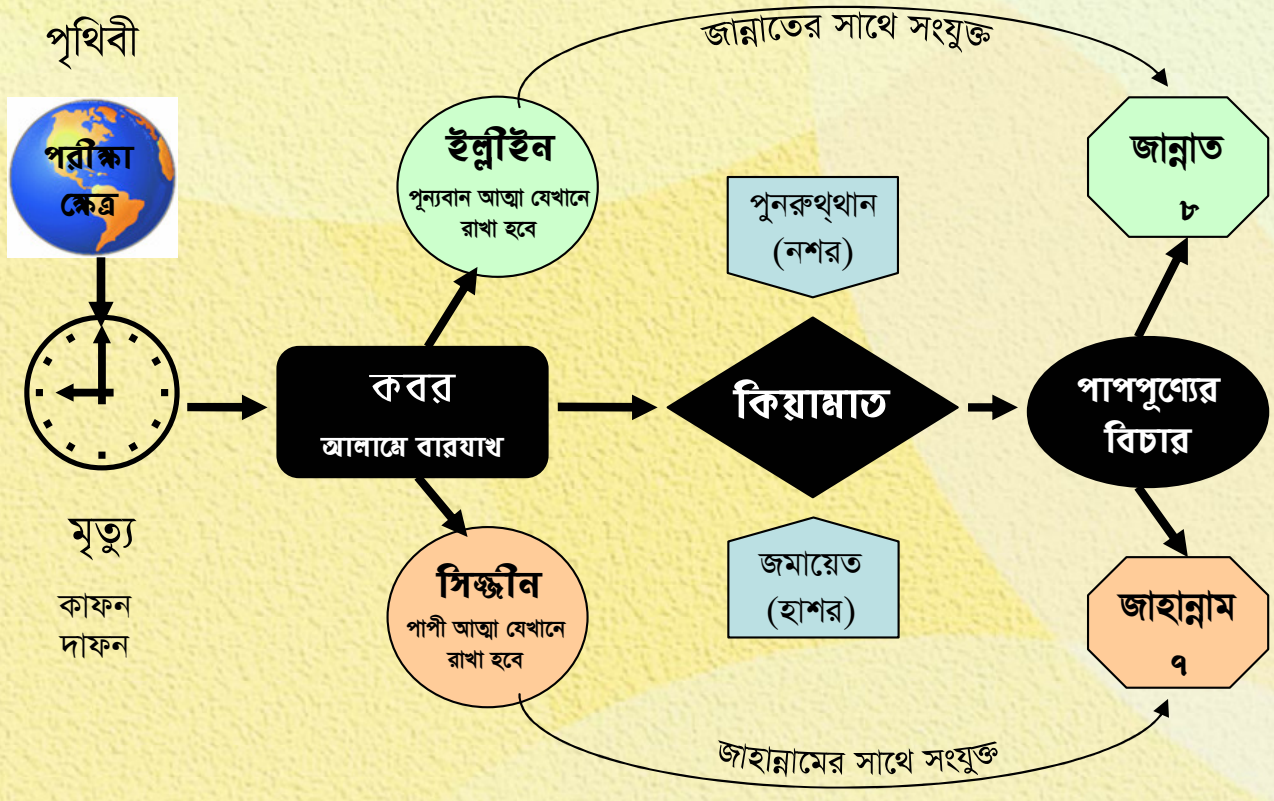

তাক্বদীরে বিশ্বাস

আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটছে তা মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঘটছে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। (এই বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক না করা, বাড়াবাড়ি না করাই উত্তম তবে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা উচিত)।

প্রত্যেক মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে যে, ভাল ও মন্দ সমস্ত কিছুই আল্লাহ্ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত। আর উহা আল্লাহর জ্ঞানে ও ইচ্ছাতে আছে। কিন্তু ভাল ও মন্দ করার সামর্থ মানুষের নিজের ইচ্ছা অনুসারেই হয়। আর মানুষের উচিত হল আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালনে যত্নবান হওয়া। মানুষের জন্য এটা জায়িয হবে না যে, কোন পাপ কাজ করে এ কথা বলা যে, আল্লাহ্ আমার জন্য এই পাপকে তাক্বদীরে লিখে রেখেছিলেন তাই করেছি। নাউযুবিল্লাহ!

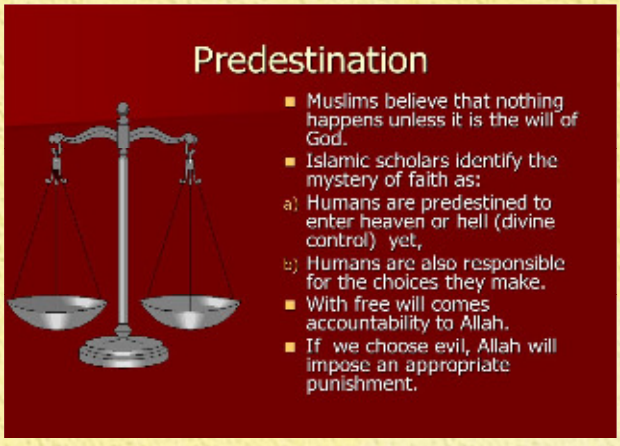

আরকানুল ঈমান

আরকানুল ঈমান-এর আরবী ভার্সনটা হচ্ছে এরকম ঃ

আল্ ঈমা-নু বিল্লাহি, ওয়া মালায়িকাতিহি, ওয়া কুতুবিহি, ওয়া রুসূলিহি, ওয়াল ইয়াউমিল আ-খিরি, ওয়াল ঈমা-নু বিল ক্বদরি খইরিহি ওয়া শাররিহি।

অর্থ ঃ ঈমান আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাগণের উপর, তাঁর কিতাবগুলোর উপর, তাঁর রসূলগণের উপর, শেষ দিনের (আ-খিরাতের) উপর, এবং ঈমান ক্বদরের অর্থাৎ ভাগ্যের ভালো ও মন্দের উপর। [সহীহ মুসলিমের হাদীস, উমার বিন আল-খাত্তাব (রা.) বর্ণিত]

উপসংহার ঃ এই হল একজন মুসলিমের আকীদা বা বিশ্বাস, যার উপর ভিত্তি করে তার নিজের জীবনকে গড়ে তোলা এবং সে ব্যাপারে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে বেঁচে থাকা বাধ্যতামূলক। অতঃপর এই ঈমান বা বিশ্বাস আরও কতগুলো বাধ্যতামূলক বিষয়কে অনুসরণ করে; যেমন -

১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা;
২. তাঁর প্রতি সকল বিষয়ে আশা করা;
৩. তাঁকে ভয় করা; তার উপর ধৈর্যধারণ করা;
৪. আকীদা (বিশ্বাস) এর বিপরীত কাজসমূহ এবং ঈমান নষ্টকারী বিষয়সমূহ থেকে সতর্ক থাকা;
৫. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক না করা;
৬. মাজার-পীর-ফকির ও জ্যেতিষীর কাজকর্মে বিশ্বাস না করা;
৭. কুফরী না করা; মুনাফিকী না করা;
৮. ইসলামের যে কোন নিয়ম-কানুন এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ না করা;
৯. আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে ইবাদত না করা;
১০. মানুষের বানানো নিয়ম আল্লাহর নিয়মের সমান বা তার চেয়ে উত্তম বলে বিশ্বাস না করা;

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) ঈমানের স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?
খ) প্রধান চারজন ফিরিশতার নাম কী?
গ) প্রধান আসমানী কিতাব কয়টি ও কী কী?
ঘ) সর্বশেষ কিতাবের নাম কী এবং তা কার উপর নাযিল হয়েছিল?
ঙ) আল-কুরআনে বর্ণিত নাবী ও রসূলদের নাম কী?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) আমাদের রিযিকদাতা কে?
i) বাবা ii) পীর-ওলী iii) আল্লাহ iv) অফিসের বস
খ) নাবী-রসূলদের কাছে আল্লাহর বাণী নিয়ে কে আসতেন?
i) আদম (আ.) ii) মিকাঈল (আ.) iii) জিবরাঈল (আ.) iv) ইবরাহীম (আ.)
গ) প্রধান ফিরিশতা কতজন?
i) ১ জন ii) ২ জন iii) ৩ জন iv) ৪ জন
ঘ) কবরে প্রশ্ন করেন কোন ফিরিশতা?
i) মুনকার-নাকীর (আ.) ii) মিকাঈল (আ.) iii) ইস্রাফীল (আ.) iv) জিবরাঈল (আ.)

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) মুসলিমদের ধর্ম গ্রন্থের নাম ..... ।
খ) ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভ ..... টি ।
গ) আজরাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশে সমস্ত প্রাণীর ..... ঘটিয়ে থাকেন ।
ঘ) রসূলদের উপর নাযিলকৃত আল্লাহর কিতাবসমূহের প্রতি ..... স্থাপন করা ।
ঙ) সর্বশেষ নাবীর নাম ..... ।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) সারা বিশ্বের পালনকর্তা আল্লাহ ।
খ) সর্বশেষ নাবী আদম (আ.) ।
গ) সর্বশেষ কিতাব আল-কুরআন ।
ঘ) প্রধান আসমানী কিতাব ৩ খানা ।
ঙ) মিকাঈল (আ.) আল্লাহর আদেশে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন ।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) দাউদ (আ.)-এর উপর নাযিল হয়েছে	ক) ইঞ্জিল
খ) মূসা (আ.) -এর উপর নাযিল হয়েছে	খ) কুরআন
গ) ঈসা (আ.) -এর উপর নাযিল হয়েছে	গ) যাবুর
ঘ) মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছে	ঘ) তাওরাত

ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

নিশ্চয়ই ঈমান ভঙ্গকারী কারণ রয়েছে, যেমন ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ আছে। যদি কোন ওযূকারী ওযূ ভঙ্গের কোন একটা আমলও করে তবে তার ওযূ ভেঙ্গে যাবে। তখন তার উপরে ওয়াজিব হল যে সে আবার নতুন করে ওযূ করবে, সেই রকম ঈমানের ক্ষেত্রেও। ঈমান ভঙ্গকারী কারণসমূহ চার ভাগে বিভক্ত।

১ম কারণ

আল্লাহ আছেন বলে বিশ্বাস না করা।

২য় কারণ

আল্লাহ তা'আলা যে মা'বুদ তাকে অস্বীকার করা বা তাঁর ইবাদতে কোন শিরক করা।

৩য় কারণ

আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ অস্বীকার করা বা তাতে কোন সন্দেহ করা।

৪র্থ কারণ

আল্লাহর রসূলগণকে অথবা কোন একজনকে অস্বীকার করা বা তাদের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা পোষণ করা।

১ম কারণ ঃ আল্লাহ আছেন বলে বিশ্বাস না করা

ক) আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা। যেমন- নাস্তিকরা এই বলে যে, স্রষ্টা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই।

খ) এই দাবী করা যে, দুনিয়াতে অলীদের মধ্যে কিছু কুতুব আছেন যারা দুনিয়ার কার্যসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ) কিছু কিছু সুফী পীরেরা বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা কোন কোন সৃষ্টির মধ্যে আছেন।

২য় কারণ ঃ আল্লাহ যে মাবুদ তাকে অস্বীকার করা বা শিরক করা

ক) এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হলো ঃ তারা, যারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গাছগাছালি, শয়তান ও অন্যান্য সৃষ্টির ইবাদতকারী।

খ) ঐ সমস্ত ব্যক্তি যারা এক আল্লাহর ইবাদত করে এবং তার ইবাদত করার সাথে সাথে অন্য সৃষ্টিরও ইবাদত করে থাকে - যেমন আউলিয়াদের ইবাদত করে তাদের ছবি বা কবরকে সামনে রাখে।

গ) কিছু লোক আউলিয়াদের কবরে গিয়ে চায় যা তার দেয়ার ক্ষমতা নেই। যেমন- রোগ মুক্তি, চাকুরী, ব্যবসা, সন্তান ইত্যাদি।

৩য় কারণ ঃ আল্লাহর নামসমূহ অস্বীকার করা বা তাতে কোন সন্দেহ করা

ঈমান নষ্টকারী আমলের মধ্যে আছে, কোন মু'মিন কর্তৃক আল্লাহর সুন্দর নামসমূহকে অস্বীকার করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা যে সব জানেন তা অস্বীকার করা, অথবা তার কুদরতকে বা তার জীবনকে বা শোনা বা দেখাকে বা তার রহমতকে অথবা তিনি যে আরশের উপর আছেন তাকে অথবা তার হাতকে অথবা চক্ষুদ্বয়কে অথবা অন্যান্য যে সিফাতসমূহ আছে তা কোনটি অস্বীকার করা। আবার তা স্বীকার করতে যেয়ে তার কোন বিষয়কে কোন পৃথিবীর কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ *"তার মত কিছু নেই, কিন্তু তিনি শুনেন ও দেখেন।" (সূরা শূরা ঃ ১১)*

৪র্থ কারণ ঃ রসূলগণকে অস্বীকার বা তাদের সম্বন্ধে কোন খারাপ ধারণা করা

ক) রসূল ﷺ সম্পর্কে কোন খারাপ ধারণা করা। রসূল ﷺ -কে গালি দেয়া, অথবা কোন ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা অথবা তার কার্যসমূহ সম্পর্কে কোন আজেবাজে কথা বলা।

খ) রসূল ﷺ-এর কোন সহীহ হাদীস সম্পর্কে খারাপ কথা বলা বা সেটা মিথ্যা মনে করা।

গ) যারা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমন সব গুণে গুণান্বিত করে যা আল্লাহ তা'আলা করেন নি। যেমন ঃ অনেকেই বলে আমাদের নাবী ﷺ আল্লাহর নূরে সৃষ্টি।

কালিমা তাইয়িবা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর রসূল ।

Translation

There is no true god or deity but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah.

প্রতিটি মুসলিমের উপরের এই কথায় বিশ্বাস করা, এবং তৎপর লোকসমক্ষে তার সাক্ষ্য প্রদান বা শাহাদাহ প্রদান এই বলে যে ঃ

কালিমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُه

আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, এবং আমি আরো সাক্ষ্য প্রদান করছি যে মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস (slave) এবং তাঁর রসূল (Messenger).

Translation: I bear witness that there is no Allah but Allah, and I further bear witness that Muhammad is Allah's slave and His Messenger.

এই সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে একজন অমুসলিম ইসলাম ধর্মে ঈমান এনে মুসলিম হন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সব আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন। তার ঈমান ও আকীদার প্রকাশ ঘটাতে হয় পাঁচটি কাজের মাধ্যমে। সেই কাজগুলো হচ্ছে ঃ

১. দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত সময় মত আদায় করা;
২. প্রতি বছর যাকাত দেয়া;
৩. রমাদান মাসে এক মাস সিয়াম (রোযা) পালন করা;
৪. শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সামর্থ থাকলে জীবনে অন্ততঃ একবার হাজ্জ পালন করা।
৫. আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করা।

এসব হচ্ছে ফরয ইবাদত ঃ এর যে কোন ক্ষেত্রেই অবহেলা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দৃষ্টিতে বড় ধরনের অপরাধ বা গুনাহের কাজ এবং তাতে অবহেলার জন্য আল্লাহ অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেবেন কুরআন ও হাদীসে একথার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

কালিমার অর্থ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ = "আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার রসূল।" কালিমার মধ্যে যে 'ইলাহ' শব্দটি রয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে মালিক, সৃষ্টিকর্তা, মানুষের জন্য বিধান রচনাকারী, মানুষের দু'আ যিনি শোনেন– তিনিই উপাসনা পাবার একমাত্র উপযুক্ত। এখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়লে তার অর্থ হবে যে, আমি প্রথম স্বীকার করলাম ঃ এ দুনিয়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আর সেই সৃষ্টিতে অন্য কেউ শরীক নেই। তিনি ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব কোথাও নেই।

দ্বিতীয়ত 'কালিমা' পড়ে আমি স্বীকার করলাম যে, সেই এক আল্লাহ-ই মানুষের ও সারা দুনিয়ার মালিক। আমি ও আমার প্রত্যেকটি জিনিস এবং দুনিয়ার প্রত্যেকটি বস্তুই তাঁর। সৃষ্টিকর্তা তিনি, রিযিকদাতা তিনি, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই হুকুমে হয়ে থাকে। সুখ ও বিপদ তাঁরই কাছ হতে আসে। মানুষ যা কিছু পায়, তাঁরই কাছ হতে পায়– সকল কিছুর দাতা প্রকৃতপক্ষে তিনি। আর মানুষ যা হারায়, তা প্রকৃতপক্ষে তিনিই কেড়ে নেন। তাঁকে ভালোবাসা উচিত এবং শুধু তাঁকেই ভয় করা উচিত, শুধু তাঁরই কাছে প্রার্থনা করা উচিত, তাঁরই সামনে মাথা নত করা উচিত। কেবলমাত্র তারই ইবাদত করা উচিত। তিনি ছাড়া আমাদের মনিব, মালিক ও আইন রচনাকারী আর কেউই নেই। একমাত্র তাঁরই হুকুম মেনে চলা এবং কেবল তাঁরই আইন অনুসারে কাজ করা আমাদের আসল ও একমাত্র কর্তব্য।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলার পর বলতে হয় 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'। এর অর্থ এই যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর আইন মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন– একথা আমরা স্বীকার করেছি। আল্লাহকে নিজেদের মনিব, মালিক ও বাদশাহ স্বীকার করার পর একথা অবগত হওয়ার একান্ত দরকার যে, সেই বাদশাহর আইন ও হুকুম কী? আমরা কোন্ কাজ করলে তিনি খুশী হবেন, আর কোন্ কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন? কোন্ আইন অনুসরণ করলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন, আর কোন্ আইনের বিরোধিতা করলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দেবেন? এসব জানার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে নাবী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং কুরআন পাঠিয়েছেন। আল কুরআন অনুসরণ করে কিভাবে জীবনযাপন করতে হবে তা নাবী ﷺ-এর মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

কালিমা হতে পুরাপুরি উপকার পেতে হলে সাতটি শর্ত পূরণ করতে হবে

১. জ্ঞান– এর দ্বারা কী অস্বীকার করা হলো এবং কী স্বীকার করা হলো তা জানা।

২. যা জানা গেল তা মনে-প্রাণে দৃঢ়ভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা; তাতে একবিন্দু সন্দেহ না করা।

৩. এর প্রতি ভরসা করা– শিরকের বিরুদ্ধে কঠোর ও অনমনীয় মনোভাব রাখা।

৪. এমন সত্যতা সহকারে এর ঘোষণা দেয়া যেন এতে মুনাফিকীর লেশমাত্র না থাকে।

৫. এ কালিমা'র প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা ও মনের দরদ থাকা– সেজন্য অন্তরে আনন্দ অনুভব করা।

৬. এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য করা।যে সব কাজ দ্বারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি পাওয়া যায় তা করতে রাজী হওয়া।

৭. এর বিপরীত সব কিছুকেই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করতে মনে-প্রাণে প্রস্তুত হওয়া।

কালিমা তাইয়্যিবার শিক্ষা

'কালিমা তাইয়্যিবা' একটি ঘোষণা। যারা এটা গ্রহণ করে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত, বা বন্দেগী করতে পারে না। আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং তাঁর আযাব হতে মুক্তি পাবার জন্য তারা আল্লাহরই হুকুম-আহকাম পালন করা ছাড়া কোন মানুষকে– নেতা-নেত্রী বা পীর-বুযুর্গকে এবং ইসলাম ভিন্ন অন্য কোন পন্থা ও পদ্ধতি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারে না। তারা মনে করে– অন্তরের সাথে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর রহমত ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মন থেকে তাঁকে বিশ্বাস করে একমাত্র মা'বুদরূপে তাঁকেই মেনে নিয়ে তাঁরই নির্দেশমত জীবনযাপন করা এবং তাঁরই বিধানকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা।

যারা বলে বেড়ায় যে, "আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে অমুক দরবেশ, অমুক পীর-বুযুর্গের নিকট মুরিদ হয়ে বা তার মাযারে হাযির হয়ে নিয়ামত পেতে হবে, নতুবা তাঁর বদ দু'আয় জ্বলে পুড়ে মরতে হবে" অথবা যারা "শুধু কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আমল করাই আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যথেষ্ট নয়" বলে প্রচার করে, তারা মূলতঃ শিরকেরই প্রচার করে। কারণ পীর, মাজারের নিকট কোন কিছুর আশা করা বা তাকে ভয় করা পরিষ্কার শিরক।

নাবীর কাজ

নাবীগণ দুনিয়ায় আসেন আল্লাহর বিধান নিয়ে। তাঁদের আসার একমাত্র উদ্দেশ্য এ যে, যারা কালিমা তাইয়্যিবার প্রথম অংশ– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাস করে শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার প্রভুত্ব স্বীকার করবে, তারা যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নাবীদের প্রদর্শিত নিয়মে এ পন্থায় কাজ করে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে পারে। নাবীগণ নিজেরাই আল্লাহর বিধান মত কাজ করে মানুষকে দেখিয়ে দেন। তাঁরাই ভাল করে জানেন আল্লাহর বিধান কী এবং কোন নিয়মে জীবনযাপন করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন। নাবীগণ ছাড়া মানুষের মধ্যে কেউই তা জানতে পারে না। কাজেই সর্বসাধারণ মানুষের কর্তব্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাস করার পর নাবীদের প্রতি ঈমান আনা, পরিপূর্ণরূপে নাবীদের আনুগত্য স্বীকার করা এবং আরও একটু অগ্রসর হয়ে ঘোষণা করা– 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'– মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। ঠিক এই কারণে প্রত্যেক নাবীই যেমন দুনিয়ায় আল্লাহর প্রভুত্ব ও তাওহীদের বাণী প্রচার করেছেন এবং তেমনি লোকদের নিকট তাঁদের নিজেদের আনুগত্যের দাবি করেছেন। কুরআনে নূহ (আ.) বলেছেন ঃ

"আমি তোমাদের প্রতি (আল্লাহর) বিশ্বস্ত রসূল, অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মানো ও অনুসরণ কর।" (সূরা শু'আরা, আয়াত নং ১০৭ ও ১০৮)

'বিশ্বস্ত রসূল' ﷺ অর্থ দুনিয়ার মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে বিধান তাঁর নিকট পাঠিয়েছেন, তা তিনি যথাযথভাবে লোকদের নিকট পৌঁছিয়েছেন এবং বাস্তবে তা অনুসরণ ও পালন করে দেখিয়েছেন। এই আমানতদারীতে তিনি একবিন্দু খিয়ানত বা বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করেননি।

কালিমার সারমর্ম

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– কালিমার এ অংশের অর্থ জেনে একে মানলে নিম্নলিখিত কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে ঃ

১. আল্লাহ ছাড়া আর কাকেও সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী ও মুক্তিদাতা বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করব না।
২. আল্লাহ ছাড়া কেউ ক্ষতি বা উপকার করতে পারে বলে মনে করতে পারব না, সকল ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করব।
৩. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দু'আ করতে এবং সাহায্যের প্রার্থনা করতে পারব না।
৪. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না এবং কারও নামে মানত করব না।
৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কাকেও প্রভু, আইনদাতা ও বিধানদাতা বলে স্বীকার করব না– অন্য কারও নিয়ম-কানুন মানব না।
৬. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও বান্দা বা দাস হয়ে থাকব না এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী অন্ধভাবে অনুসরণ করব না।
৭. জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি কেবল আল্লাহর নিকট করতে হবে– এ বিশ্বাস হৃদয়-মনে সদা জাগ্রত রাখব, এবং যে-কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সে কাজ করতে ও যে-কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা হতে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করব।

'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'– কালিমার এ শেষ অংশে উচ্চারণ এবং স্বীকার করলে মানতে হবে ঃ

১. মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ নাবী ও রসূল।
২. তাঁর মাধ্যমে যে জীবন বিধান ও হিদায়াত আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে তাই সত্য এবং চিরস্থায়ী।
৩. তাঁর দেয়া আদর্শ ও শিক্ষার বিরোধী যা তা সবই ভুল এবং অবশ্য বাতিল।
৪. তিনি ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিই মানুষের 'স্বাধীন নেতা' হতে পারে না। তিনিই কালিমা বিশ্বাসীদের একমাত্র চূড়ান্ত ও সর্বোচ্চ নেতা।
৫. অতএব মানব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীস তথা সুন্নাহ অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহকে কতভাগে ভাগ করা হয়েছে ও কী কী?
খ) কালিমা তাইয়িবা এবং কালিমা শাহাদাত অর্থসহ বাংলায় লিখ?
গ) কালিমা শাহাদাতের উপর ঈমান, আকীদা ও প্রতিজ্ঞা পালনের যে ৫টি কাজ করতে হয় তা কী কী?
ঘ) ফরয বলতে কী বুঝায় এবং তা অবহেলা করলে কী হবে?
ঙ) কালিমা হতে পুরোপুরি উপকার পেতে হলে কয়টি শর্ত পূরণ করতে হবে এবং তা কী কী?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) কালিমা মানে কী?
i) সূর ii) বাক্য iii) কাল iv) কোনটিই না
খ) শাহাদাত মানে কী?
i) দান করা ii) পরীক্ষা করা iii) সাক্ষ্য দেয়া iv) কোনটাই না
গ) ইলাহ শব্দের অর্থ কী?
i) মালিক ii) সাক্ষ্য দেয়া iii) দান করা iv) কোনটাই না
ঘ) কালিমা হতে পুরোপুরি উপকার পেতে হলে কয়টি শর্ত পূরণ করতে হবে?
i) ১টি ii) ৩টি iii) ৫টি iv) ৭টি

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই এবং ..... তার রসূল।
খ) তাঁকে ভালোবাসা উচিত এবং শুধু তাঁকেই .....উচিত।
গ) মুহাম্মাদ ﷺ-কে নাবী হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং ..... পাঠিয়েছেন।
ঘ) নাবীগণ দুনিয়ায় আসেন আল্লাহর .....নিয়ে।

৪। সত্য হলে "স"মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রভুত্ব কোথাও নেই।
খ) কালিমা হতে পরোপুরি উপকার পেতে হলে ৩টি শর্ত পূরণ করতে হয়।
গ) মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর আইন মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন।
ঘ) আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দু'আ করতে এবং সাহায্যের প্রার্থনা করতে পারব।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) সৃষ্টিকর্তা তিনি, রিযিকদাতা তিনি, জীবন ও মৃত্যু	ক) তাই সত্য এবং চিরস্থায়ী।
খ) আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে	খ) তাঁরই হুকুমে হয়ে থাকে।
গ) জীবনের প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহর কিতাব ও রসূলের হাদীস তথা	গ) মানুষকে দেখিয়ে দেন।
ঘ) নাবীগণ নিজেরাই আল্লাহর বিধান মত কাজ করে	ঘ) সুন্নাহ অনুসারে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
ঙ) এ দুনিয়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, আর সেই সৃষ্টিতে	ঙ) অন্য কেউ শরীক নেই।

ইসলামের ৫টি স্তম্ভ

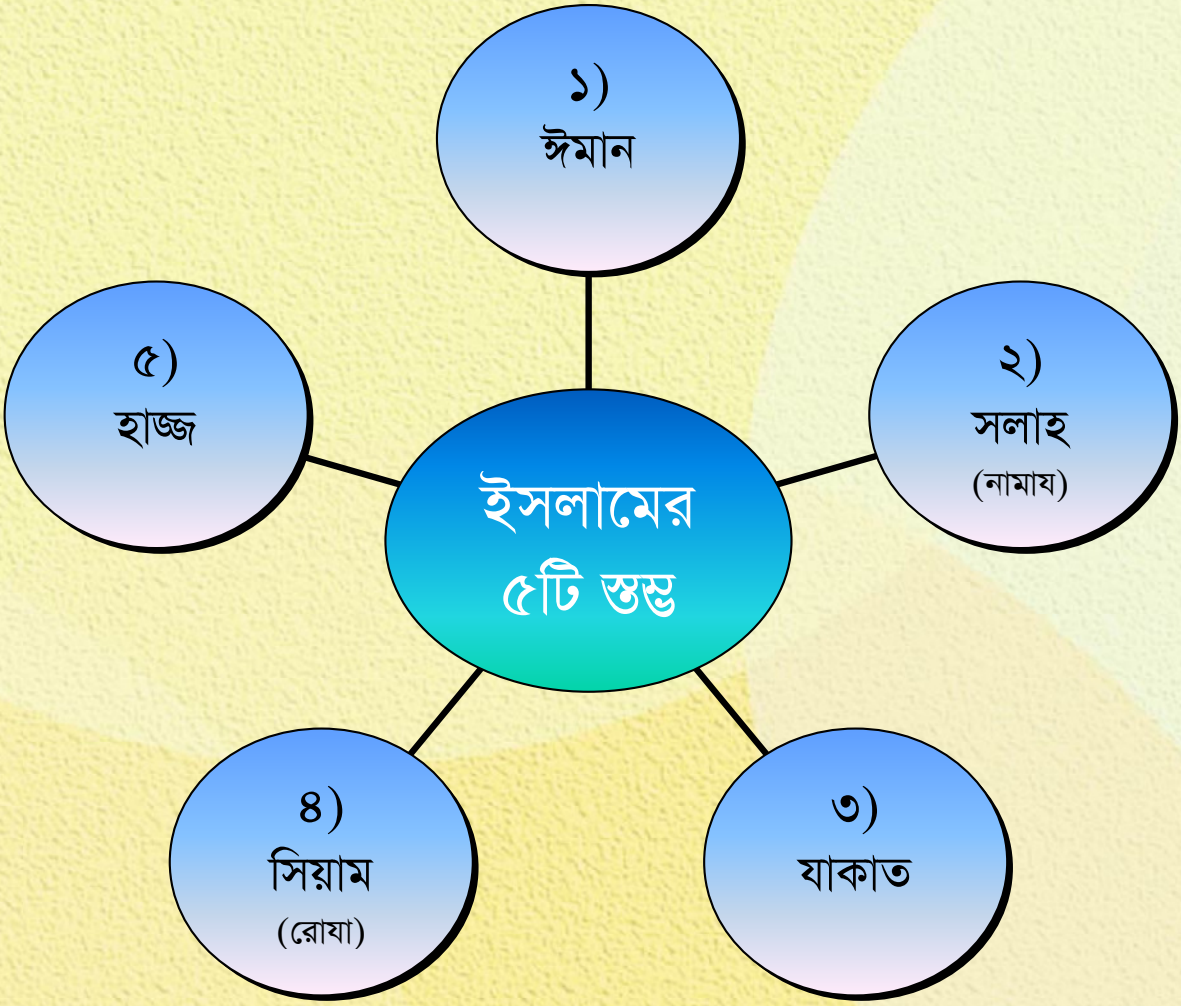

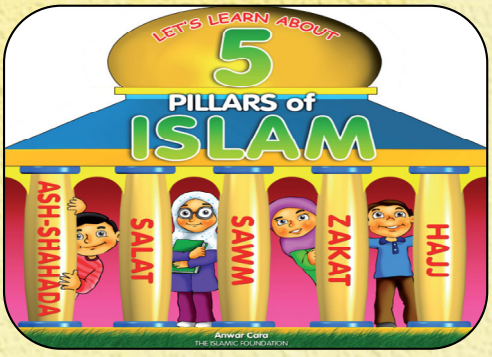

সলাহ (নামায)

নামায ফার্সি শব্দ। আল-কুরআন ও হাদীসের ভাষায় হচ্ছে সলাহ অথবা সলাত। তাই অন্য শব্দের চাইতে আমরা সলাহ বলার চেষ্টা করব। ইসলাম ধর্মের পাঁচটি স্তম্ভের (Pillars) দ্বিতীয় স্তম্ভ এই সলাত, ঈমানের পরেই যার স্থান। মুসলিমদের জন্যে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা ফরয (অবশ্য পালনীয়) যার জন্যে কুরআনে স্পষ্টভাবে ৭৮ বার এবং অস্পষ্টভাবে আরো ১৯ বার আদেশ দেয়া হয়েছে। যারা নিয়মিত সলাত আদায় করে তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবে। এবং যারা অলসতার সাথে, অমনোযোগের সাথে সলাত আদায় করে তারা শাস্তি পাবে।

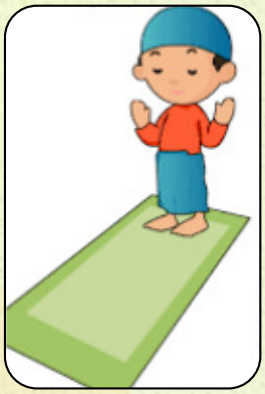

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঈমান এবং কুফরের ব্যবধানকারী হলো সলাত, অর্থাৎ সলাত যারা নিয়মিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করে না তারা কুফর করে যা কঠোর শাস্তি যোগ্য অপরাধ। এবং হাশরের দিনে সর্বপ্রথম হিসাব হবে সলাতের। (সহীহ মুসলিম)

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের নাম ঃ ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব, ও 'ইশা। প্রতি শুক্রবার যোহর সলাতের পরিবর্তে জুমুআ সলাত পড়তে হয়। এছাড়া আছে বছরে দু'বার ঈদের সলাত – রমাদানের সিয়াম বা রোযার শেষে ঈদুল ফিতরের সলাত এবং তৎপর জিলহাজ্জ মাসে কুরবানীর ঈদের সলাত – সলাতুল ঈদুল আদ্‌হা।

পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের রাক'আত সংখ্যা

ওয়াক্ত	সুন্নাত	ফরয	সুন্নাত	বিতর
ফজর (সকালের সলাত)	২	২		
যোহর (দুপুরের সলাত)	২ + ২	৪	২	
আসর (বিকালের সলাত)		৪		
মাগরিব (সন্ধ্যার সলাত)		৩	২	
'ইশা (রাতের সলাত)		৪	২	১ অথবা ৩ (বেজোড়)
মোট ফরয = ১৭ রাক'আত। মোট সুন্নাত = ১২ রাক'আত				

যাকাত

সলাতের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে যাকাত। 'যাকাত' অর্থ পবিত্রতা এবং পরিচ্ছন্নতা। নিজের ধন-সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ গরীব-মিসকীন ও অভাবী লোকদের মধ্যে বন্টন করাকে 'যাকাত' বলা হয়। কারণ এর ফলে সমগ্র ধন-সম্পত্তি এবং সেই সাথে তার নিজের আত্মা পরিস্কার হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত ধন-সম্পদ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে না, তার সমস্ত ধন অপবিত্র এবং সেই সাথে তার নিজের মন ও আত্মা অপরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য। কারণ, তার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার নাম মাত্র বর্তমান নেই। তার আত্মা এতদূর সংকীর্ণ, এতদূর স্বার্থপর এবং এতদূর অর্থ পিপাশু যে, যে আল্লাহ অনুগ্রহ পূর্বক তাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধন-সম্পদ দান করেছেন তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতেও তার মন চায় না। এমন ব্যক্তি দুনিয়ায় দৃঢ়ভাবে আল্লাহর জন্য কোনো কাজ করতে পারবে, তার দ্বীন ও ঈমান রক্ষার্থে কোনরূপ আত্মত্যাগ ও কুরবানী করতে প্রস্তুত হতে পারবে বলে মনে করা যেতে পারে কি? কাজেই একথা বলা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তার আত্মা নাপাক, আর সেই সাথে তার সঞ্চিত ধন-মালও অপবিত্র, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কোন্ কোন্ খাতে বা কাদেরকে যাকাত দেয়া যেতে পারে? সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে আটটি খাতে যাকাতের নির্দেশ এসেছে। যথা ঃ

১) একেবারে নিঃস্ব, অসহায়;
২) মিসকিন, কোনরকম দিনযাপনকারী;
৩) যাকাত আদায়কারী কর্মচারী;
৪) ঈমান আনার জন্য ভিন্ন ধর্মের লোকদের মন জয় করার জন্য এবং নতুন মুসলিমও হতে পারে;
৫) দাস মুক্তির জন্য অথবা নিরপরাধ ব্যক্তিকে জেলমুক্তির জন্য;
৬) ঋণগ্রস্তকে;
৭) আল্লাহর পথে অর্থাৎ ফী-সাবিলিল্লাহ, যেমন ঃ দাওয়াতী কাজে;
৮) মুসাফিরকে।

নিসাব ঃ নিসাব হচ্ছে যাকাত আদায়ের স্কেল। যদি কারো নিকট সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণালংকার বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপার অলংকার সমপরিমাণ বা বেশী থাকে অথবা তার সমপরিমাণ বা বেশী অর্থ বা সম্পদ থাকে তাহলে তাকে যাকাত দিতে হবে।

উশর ঃ ফসলের যাকাতকে উশর বলে। জমিতে ফসল উৎপাদিত হলেই তার যাকাত দিতে হবে। এর কোন সময় নেই। ফসল বিনা সেচে উৎপন্ন হলে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে। সেচের মাধ্যমে উৎপন্ন হলে বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করতে হবে।

সিয়াম (রোযা)

স্বাভাবিক অর্থে আমরা (অনেকেই) সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন ধরনের পানাহার থেকে বিরত থাকাকেই সিয়াম (রোযা) মনে করি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে শুধু এ নিয়ম মেনে চলার নামই সিয়াম আদায় নয়। প্রকৃত সিয়ামদার হতে চাইলে আমাদের আরো নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে। কিছু নিয়ম-নীতি যেমন,

• পানাহার ত্যাগ করা • হারাম থেকে বেঁচে থাকা • মিথ্যা কথা না বলা • ঝগড়া-বিবাদ ও গালি-গালাজ না করা • অন্যকে না ঠকানো • ওজনে কম না দেয়া • একে অপরের হক নষ্ট না করা • মেয়েরা পর্দা বা হিজাব না করা • কাজে ফাঁকি না দেয়া ইত্যাদি।	এর পাশাপাশি --	• হালাল জিনিস গ্রহণ করা • সত্য বলা • সকলের সাথে নম্রতা সহকারে উত্তম ব্যবহার করা • সকলের হক সঠিকভাবে আদায় করা।

এক কথায় বলতে গেলে আল্লাহ তাঁর রসূল ও আল্লাহর সকল সৃষ্টির হক (অধিকার) যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। এ বিষয়গুলো প্রকৃত সিয়াম পালনকারী বা প্রকৃত সিয়ামদার হতে হলে অত্যন্ত জরুরী। আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে আর তা হলো উল্লিখিত বিষয়গুলো শুধু রমাদান মাসের জন্য নির্দিষ্ট নয়, এগুলো একজন মুসলিমের সারা জীবনের জন্য প্রযোজ্য।

সিয়ামের উপকারিতা

- তাকওয়া অর্জন (আল্লাহর ভয়/ভালবাসা)।
- পাপাচার থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংরক্ষণ হয়।
- ধৈর্যের অনুশীলন হয়।
- সিয়াম স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।
- জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য ঢাল (প্রোটেকশান) স্বরূপ।
- শয়তানের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়। কারণ যখনই মানুষ কম খায় তখন তার প্রবৃত্তির চাহিদা দুর্বল হয়ে যায়। ফলে সে গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকে।

সিয়ামের মধ্যে করণীয়

- সাহুর (সেহরি) খাওয়া, কারণ সাহুর খাওয়া রসূল ﷺ -এর সুন্নত ।
- সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার করা এবং দেরী না করা ।
- কল্যাণমূলক কাজ বেশি বেশি করা ।
- অর্থ বুঝে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা ।
- কম খাওয়া, কম ঘুমানো ।
- গরিব-অসহায় মানুষের খোঁজ খবর নেয়া ।
- ধৈর্যের অনুশীলন করা ।
- দুনিয়ার ব্যস্ততা কমিয়ে আখিরাতে মুক্তির জন্য চেষ্টা করা ।
- জান্নাতের প্রার্থনা করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি চাওয়া ।
- বেশি বেশি করে আল্লাহর নিকট দু'আ করা এবং গুনাহ মাফের জন্য কান্নাকাটি করা ।
- সারাদিন এবং তাহাজ্জুদ সলাতে দু'আ করা ।
- সিয়ামদারকে ইফতার করানো এবং সাহর (সেহরী) খাওয়ানো ।

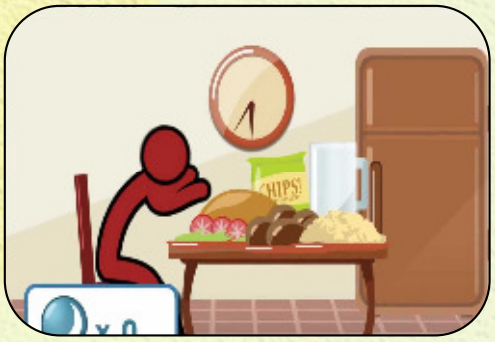

কোন বয়স থেকে সিয়াম পালন করতে হবে? কোন ছেলে বা মেয়ে বালেগ হলেই (ছেলে ও মেয়ের জন্য কিছুটা পার্থক্য হতে পারে তবে আনুমানিক ১০ থেকে ১৩ বছর বয়স থেকে) রমাদান মাসের এক মাস সিয়াম পালন করতে হবে । তবে এর আগে থেকেই প্র্যাকটিস শুরু করা উচিত ।

কাফ্ফারা ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে রমাদানের কোন সিয়ামই ছেড়ে দেয়া যাবে না, ছেড়ে দিলে প্রচন্ড গুনাহ হবে তার জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা করতে হবে ।

সিয়ামের কাযা ঃ আর যারা রোগগ্রস্থ থাকবে কিংবা ভ্রমণরত থাকবে, তারা অন্যান্য দিনে সিয়ামের সংখ্যা পূর্ণ করে নেবে । (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)

কারো যদি কোনো কারণে কোনো সিয়াম ছুটে যায়, তবে রমাদান মাস শেষ হবার পর সেই ছুটে যাওয়া সিয়াম পূর্ণ করার নাম 'কাযা সিয়াম' ।

ভ্রমণ বা সফরে সিয়াম রাখা ঃ ভ্রমণরত অবস্থায় কোন সিয়াম ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে সেই সিয়ামটি অবশ্যই রাখতে হবে ।

ফিদইয়া ঃ রমাদানের যেসব ফরয সিয়াম রাখা সম্ভব হয়নি সেগুলোর দায় থেকে মুক্ত হবার জন্যে প্রতি সিয়ামের জন্যে একজন মিসকীনকে আহার করানো । (বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী ও শিশুকে স্তন্য-দানকারী মহিলা যদি সন্তানের স্বাস্থ্যগত ক্ষতির আশংকা করে শুধু তারাই এই ফিদইয়ার সুবিধাটা ভোগ করতে পারবেন ।)

হাজ্জ

মহান আল্লাহ নাবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আজ থেকে চার হাজার বছরেরও আগে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে মানুষের নিকট হাজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও (সূরা হাজ্জ ঃ ২৭)। অতঃপর সূরা আলে ইমরানের ৯৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ মানুষকে নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর মাধ্যমে আবার নির্দেশ দিয়েছেন যে ঃ

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রয়েছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেই ঘরের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্ব-জগতের মুখাপেক্ষী নন।"

কুরআনুল কারীমে যেখানে ইবরাহীম (আ.)-কে হাজ্জের জন্য সাধারণ দাওয়াত দেয়ার হুকুমের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তার প্রথম কারণ হিসেবে বলা হয়েছে ঃ মানুষ এসে দেখুক যে, এই হাজ্জ পালনে তাদের জন্য কী কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ হাজ্জের সময় আগমন করে কাবায় একত্রিত হয়ে তারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করবে যে, এটা তাদের জন্য সত্যিই কল্যাণকর। হাজ্জ উপলক্ষে যে সফর করা হয় তা অন্যান্য সফর হতে সম্পূর্ণ আলাদা। এটা নিজের কোন পার্থিব প্রয়োজন বা দাবী পূরণ করার জন্য করা হয় না; বরং এটা করা হয় শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং আল্লাহর আদেশ পালন করার নিয়্যতে। রমাদান মাস যেরূপ বিশ্ব মুসলিমের জন্য তাকওয়া ও পরহেযগারীর মৌসুম, তেমনি হাজ্জের মাসও বিশ্ব ইসলামী পূণর্জাগরণের মৌসুম।

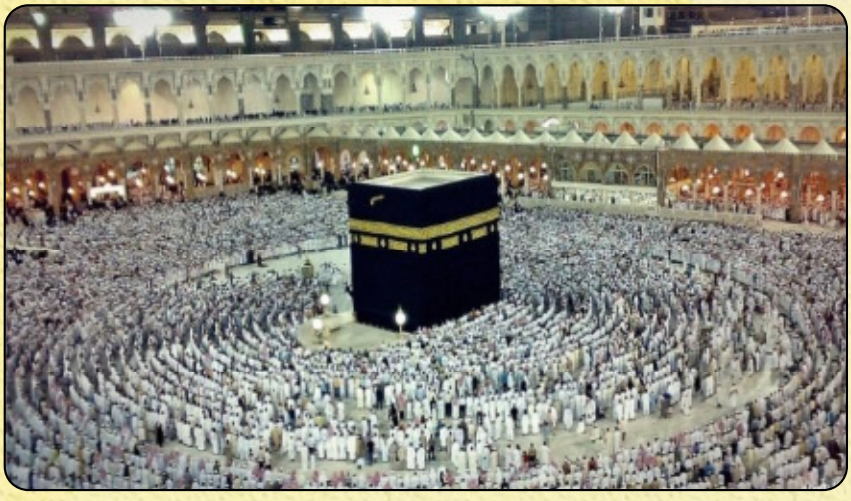

হাজ্জ-এর নিয়ম

৯টি কাজ সম্পন্ন করার নাম হাজ্জ, যা পাঁচ দিনে চার জায়গায় করতে হয় ।

ফরয কাজ	ওয়াজিব কাজ
(১) ইহরাম বাঁধা । (২) আরাফায় অবস্থান (সীমানার ভেতরে) । (৩) তাওয়াফে যিয়ারত ।	(১) মুযদালিফায় অবস্থান । (২) মীনায় পাথর নিক্ষেপ । (৩) কুরবানী করা । (৪) মাথা কামানো বা চুল ছাঁটা । (৫) সাফা-মারওয়ায় সায়ী করা । (৬) বিদায়ী তাওয়াফ করা (তাওয়াফ আল বিদা) ।

হাজ্জ-এর সময়সীমা হলো ৮ই যিলহাজ্জ থেকে ১২ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত ।

হাজ্জ-এর কল্যাণ ও সার্থকতা

হাজ্জ-এ যাওয়ার আগে মানুষ অতীতের যাবতীয় গুনাহ হতে তওবা করে, সকলের নিকট ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা চায়, পরের হক যা এই যাবত আদায় করে নাই তা আদায় করে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে বা পরিশোধের ব্যবস্থা করে। সকল প্রকার পাপ ও অন্যায় চিন্তা হতে তার মন পবিত্র হয়ে যায়। স্বভাবতই তার মনের গতি কল্যাণের দিকেই নিবদ্ধ হয়, ফলে সে মানুষের ক্ষতি করে না, বরং চেষ্টা করে উপকার করার জন্য। অশ্লীল ও বাজে কথাবার্তা, নির্লজ্জতা, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা এবং ঝগড়া-ফাসাদ ইত্যাদি কাজ হতে তার নফস বিরত থাকে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, অন্যান্য সকল প্রকার সফর হতে হাজ্জের এই সফর সম্পূর্ণ আলাদা ।

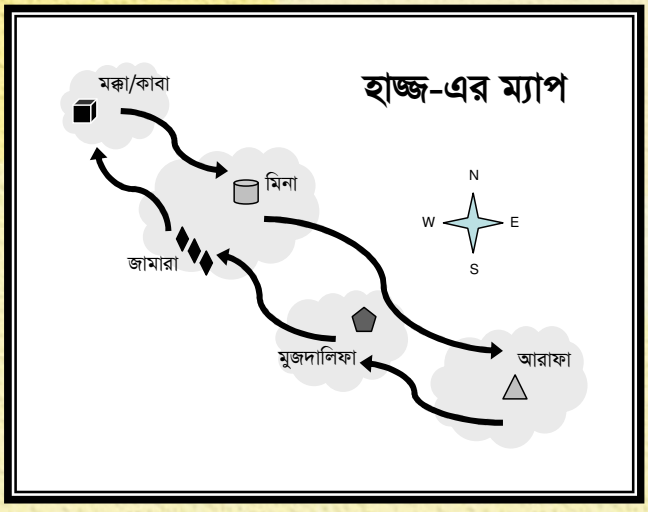

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?

খ) সলাত সম্পর্কে মুহাম্মাদ ﷺ কী বলেছেন?

গ) যাকাত, নিসাব ও উশর কী? যাকাত এর নিসাব সোনা এবং রূপায় কত?

ঘ) রোযা বা সিয়াম বলতে কী বুঝায়? সিয়ামের উপকারিতাগুলো কী কী?

ঙ) হাজ্জ কী এবং হাজ্জের নিয়মগুলো কী কী?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) সলাত কয় ওয়াক্ত?

i) ২ ii) ৩ iii) ৫ iv) ৭

খ) কত বছর বয়সে সিয়াম ফরয হয়?

i) ৭ ii) ১০-১৩ iii) ১৭ iv) ২০

গ) যাকাত অর্থ কী?

i) পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ii) পবিত্রতা ও বৃদ্ধি iii) পবিত্র-সুন্দর iv) ধন-সম্পদ

ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে সিয়াম ছেড়ে দিলে কয়দিন সিয়াম রাখতে হবে?

i) ২০ ii) ৩০ iii) ৫০ iv) ৬০

ঙ) হাজ্জের ফরয ও ওয়াজিব কয়টি?

i) ৫ টি ii) ৩ টি iii) ৭ টি iv) ৯ টি

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) প্রতি শুক্রবার দুপুরে যোহরের সলাতের পরিবর্তে ..... পড়তে হয়।

খ) নিসাব হচ্ছে যাকাত আদায়ের ..... ।

গ) ফসলের যাকাতকে.....বলে।

ঘ) রমাদানে যেসব সিয়াম রাখা সম্ভব হয়নি সেগুলো থেকে মুক্ত হবার জন্যে একজন .....আহার করানো।

ঙ) ৯টি কাজ সম্পাদনের নাম হাজ্জ যা.....দিনে .....জায়গায় করতে হয়।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) যাকাত অর্থ পবিত্রতা।

খ) ৭টি কাজ সম্পাদনের নাম হাজ্জ।

গ) সলাত যারা আদায় করে না আল্লাহ তাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।

ঘ) পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে ফরযের সংখ্যা ১৯ রাক'আত ও সুন্নাতের সংখ্যা ১৪ রাক'আত।

ঙ) হাজ্জের সময় সীমা হলো ৮ই যিলহাজ্জ থেকে ১২ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) মোট ফরয সলাত	ক) স্কেল।
খ) মোট সুন্নাত সলাত	খ) কাযা সিয়াম।
গ) নিসাব হচ্ছে যাকাত আদায়ের	গ) ১৭ রাক'আত।
ঘ) ৯টি কাজ সম্পাদনের নাম	ঘ) ১২ রাক'আত।
ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে রমাদানের কোন সিয়ামই	ঙ) ছেড়ে দেয়া যাবে না।

ইসলামী আকীদা

(Islamic Creed)

আকীদা কী?

১. আকীদা হলো এমন একটি বিষয় যা ভালভাবে মনেপ্রাণে মেনে নেয়া যাতে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে।

২. যে কোন সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস আকীদার অন্তর্ভূক্ত নয়। আকীদা এমন এক বিশ্বাস যা সন্দেহের উর্ধ্বে।

৩. এজন্যে আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "সত্যের মুকাবিলায় অনুমানের কোন মূল্য নেই" (সূরা নাজম ঃ ২৮)

৪. আকীদা বলতে এমন বিষয় মনে আঁকড়ে ধরা এবং জানা যা অস্বীকার করা অপরাধ।

৫. আকীদার সম্পর্ক অদৃশ্যের সাথে অর্থাৎ যা দেখা যায় না এবং না দেখেই বিশ্বাস করতে হয়।

৬. ইসলামী পরিভাষায় আকীদার অপর নাম ঈমান। ঈমান এনেছে অর্থাৎ বিশ্বাস করেছে, এই বিশ্বাসে কোন সন্দেহ থাকা যাবে না।

আকীদার গুরুত্ব

১. ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদার গুরুত্ব অপরিসীম। আকীদা হলো ইসলামের ভিত্তি ও মূল।

২. আকীদা ব্যতীত ইসলামের কথা চিন্তা করা যায় না। কারণ ইসলাম আল্লাহর দেয়া মানুষের জন্য জীবনবিধান।

৩. আকীদা হলো ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। আকীদা সঠিক না হলে আল্লাহর নিকট কোন ইবাদতই গ্রহণযোগ্য হয় না।

৪. আখিরাতে নাজাত লাভের জন্যে আকীদা শুদ্ধ হওয়া আবশ্যক।

৫. যুগে যুগে নাবী ও রসূলগণের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল আকীদা। প্রত্যেক নাবী প্রথমে আকীদার দাওয়াত দিতেন। নাবী ﷺ এজন্যেই মক্কায় সর্বপ্রথম আকীদা সংশোধনের জন্যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

৬. মুসলিম থাকতে হলে অবশ্যই ইসলামী আকীদায় বিশ্বাসী হতে হবে।

৭. যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূল ﷺ -এর উপর বিশ্বাস

রাখে এবং তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলে সে মুসলিম এবং যে মেনে চলে না ইসলামের দৃষ্টিতে সে কাফির বা অবিশ্বাসী ।

৮. আর মুখে যে ব্যক্তি ইসলামের কথা বলে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না, সেই ব্যক্তি হলো মুনাফিক । মুনাফিক কাফির হতেও নিকৃষ্টতর । এই জন্যে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মুনাফিকরা তো জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪৫) ।

ইসলামী আকীদার উৎস

ইসলামী আকীদার একমাত্র উৎস হলো আল-কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসসমূহ । কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকীদার মূল বিষয় ছয়টি ঃ ১) আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান ২) ফিরিশতাগণে ঈমান ৩) আসমানী কিতাবসমূহে ঈমান ৪) নাবী-রসূলগণের উপর ঈমান ৫) আখিরাতে ঈমান ৬) তাকদীরের ভাল-মন্দে ঈমান ।

মানুষের আকীদা নষ্টকারী বিভিন্ন বিষয়

মানবজীবনে বিভিন্ন বিষয় আছে যা তার আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে । যেমন-

(১) প্রচলিত অভ্যাস যা পরিত্যাগ করা কঠিন;

(২) ভুল তথ্য পরিবেশনও আকীদা নষ্ট করতে পারে;

(৩) অসৎ সঙ্গের প্রভাবেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;

(৪) পূর্বপুরুষদের ইসলাম পরিপন্থী ধ্যানধারণা অনুসারে চললে;

(৫) কোন কোন মানুষ স্বভাবত সঠিক আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করতে অক্ষম;

(৬) কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তির সাথে থেকে ও তার প্রভাবেও সঠিক আকীদা নষ্ট হতে পারে;

(৭) সঠিক আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তির খারাপ আচরণেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;

(৮) ধারণা বা অনুমান নির্ভর আচরণেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;

(৯) খুঁটিনাটি ভুলত্রুটি অনুসন্ধানে অধিক আগ্রহ আকীদা নষ্ট করতে পারে;

(১০) দ্বীন ইসলামের ব্যাপারে বেশী বেশী প্রশ্ন এবং তর্ক-বিতর্কেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;

(১১) আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তির ভুলের কারণেও তার অনুসারীদের আকীদা নষ্ট হতে পারে;

(১২) কোন কোন সময় ভুল কথা বারবার প্রচারিত হলে মানুষ ভুলটাই গ্রহণ করে;

(১৩) অতিরিক্ত আবেগের কারণেও আকীদা নষ্ট হতে পারে;

(১৪) অর্থনৈতিক অভাবেও আকীদা নষ্ট হতে পারে ।

আল্লাহ কোথায় আছেন?

আমাদের মধ্যে একটি ভুলধারণা রয়েছে যে 'আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান অর্থাৎ আল্লাহ সব জায়গায় রয়েছেন'। এই ধরণের বিশ্বাস একদম ভুল। আল্লাহ সবর্ত্র বিরাজমান নয়, আল্লাহর জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান অর্থাৎ আল্লাহ এই পৃথিবীর সব জায়গায় থাকেন না কিন্তু তিনি সবসময় সবকিছু আরশে আজীমে বসে দেখতে পান, আরশে আজীম সাত আসমানের উপরে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন ঃ "আল্লাহ আরশে আজীমে রয়েছেন"। (সূরা ত্ব-হা ঃ ৫)

আল্লাহর কি আকার আছে?

আমাদের মধ্যে একটি ভুলধারণা আছে যে আল্লাহ নিরাকার অর্থাৎ আল্লাহর কোন আকার নেই। এই ধরণের বিশ্বাস একদম ভুল। আসলে আল্লাহ নিরাকার নয়, আল্লাহর আকার আছে। তবে তাঁর আকার কেমন তা আমরা কেউ জানি না সেটা একমাত্র তিনিই জানেন। আল্লাহর আকারের সাথে তাঁর সৃষ্টির সাথে কোন তুলনা করা যাবে না। তুলনা করতে চাইলে বড় গুনায় লিপ্ত হবে।

কুরআন ও সহীহ হাদীসে প্রমাণিত আল্লাহর আকার আছে

- কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ পা বের করে দেবেন এবং তাঁর পায়ে সাজদাহ করার নির্দেশ দেবেন, যারা দুনিয়াতে আল্লাহর অবাধ্য ছিল তারা সাজদাহ করতে পারবে না, কিন্তু যারা ঈমানদার তারাই সাজদাহ করতে পারবে। (সূরা কালাম ঃ ৪২-৪৩)
- পূর্ব ও পশ্চিম এর মালিক আল্লাহ, তোমরা যে দিকে তোমাদের মুখমণ্ডলকে ফিরাবে সে দিকেই আল্লাহর চেহারা থাকবে। (সূরা বাকারা ঃ ১১৫)
- সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যাঁর হাতে বিশ্ব নিখিলের সকল বিষয়ের ক্ষমতা, তাঁর নিকট তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। (সূরা ইয়াসীন ঃ ৮৩)
- হে নূহ! তুমি আমার চোখের সম্মুখে নৌকা তৈরি কর। (সূরা হুদ ঃ ৩৭)
- আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বলেন যে, রসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমানসমূহকে পরস্পর একত্রিত করে ডান হাতে রাখবেন, এবং মাটির সকল স্তরকে একত্রিত করে বাম হাতে রাখবেন। (সহীহ মুসলিম)

কবীরা গুনাহ

কবীরা গুনাহ মানে বড় গুনাহ বা পাপ। যে সব গুনাহের কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক শাস্তির বিধান আছে এবং আখিরাতে শাস্তির ধমক দেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে কবীরা গুনাহ। অর্থাৎ যে সব গুনাহের কারণে কুরআন ও হাদীসে ঈমান চলে যাওয়ার হুমকি বা অভিশাপ ইত্যাদি এসেছে তাকেও কবীরা গুনাহ বলে। সূরা নিসার আয়াত ৩১ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"যে সকল বড় গুনাহ সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সে সব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।"

উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যারা কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে তাদেরকে দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন, কারণ সগীরা গুনাহ অর্থাৎ ছোট গুনাহ বিভিন্ন নেক আমল যেমন- সলাত, সিয়াম, জুমু'আ, রমাদান ইত্যাদির মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। এসব কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জানা থাকলে হয়ত এ গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকাও সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ। নিম্মে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে কবীরা গুনাহের একটি লিষ্ট দেয়া হলো।

১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা।
২. সলাত ত্যাগ করা।
৩. যাকাত আদায় না করা।
৪. সঙ্গত কারণ ছাড়া রমাদানের সওম (রোযা) ভঙ্গ করা বা না রাখা।
৫. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ না করা।
৬. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া।
৭. মানুষ হত্যা করা।
৮. পেশাবের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে না থাকা।
৯. সুদ আদান-প্রদান করা।
১০. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নিকট আত্মীয়দের পরিত্যাগ করা।
১১. জেনেশুনে অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়া।
১২. এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা।
১৩. যাদু।
১৪. গণক ও জ্যোতির্বিদদের কথায় বিশ্বাস করা।
১৫. দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও সত্যকে গোপন করা।

১৬. যুলুম (অত্যাচার) করা।
১৭. অন্যায় চাঁদাবাজী আদায়।
১৮. গর্ব, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হটকারিতা
১৯. হারাম খাওয়া, তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন।
২০. আত্মহত্যা করা।
২১. আল্লাহ এবং তার রসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করা।
২২. অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলা।
২৩. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।
২৪. মিথ্যা শপথ করা।
২৫. বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা এবং ঘুষ দেয়া।
২৬. অন্যায় বিচার করা।
২৭. মাদক দ্রব্য সেবন করা।
২৮. জুয়া খেলা।
২৯. চুরি করা।
৩০. ডাকাতি করা।
৩১. আমানতের খিয়ানত করা।
৩২. খোঁটা দেয়া।
৩৩. তাকদীরকে অস্বীকার করা।

৩৪. মানুষের নিকট অন্যের গোপন তথ্য ফাঁস করা।
৩৫. পরনিন্দা করা।
৩৬. অভিশাপ দেয়া।
৩৭. বিশ্বাসঘাতকতা করা, ওয়াদা পালন না করা।
৩৮. কোন সাহাবীকে গালি দেয়া।
৩৯. ঝগড়া করার সময় অতিরিক্ত গালি দেয়া।
৪০. মুসলিমদের কষ্ট দেয়া ও গালি দেয়া।
৪১. প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া।
৪২. দুর্বল, কাজের লোক ও স্ত্রীর উপর অত্যাচার করা।
৪৩. কাপড়, দেয়াল ও পাথর ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি আঁকা।
৪৪. শোক প্রকাশার্থে চেহারার (মুখের) উপর আঘাত করা, মাতম করা, কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুণ্ডানো বা চুল উঠানো, বিপদের সময় ধ্বংসের জন্য দু'আ করা।
৪৫. মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ও উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করা।
৪৬. অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করা।

৪৭. ধারালো অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা।
৪৮. মাসজিদুল হারামে ধর্মদ্রোহী কাজ করা।
৪৯. মহিলা পুরুষের বেশ এবং পুরুষ মহিলার বেশ ধারণ করা।
৫০. অহংকার করে টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করা।
৫১. স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা।
৫২. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা।
৫৩. পরচুলা ব্যবহার করা, শরীরে উলকি আঁকা, ভ্রূ তুলে ফেলা, দাঁত ফাঁক করা।
৫৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশুপাখী যবেহ করা।
৫৫. মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের মাংস খাওয়া।
৫৬. ওজনে ও মাপে কম দেয়া।
৫৭. আল্লাহর শাস্তি হতে নিশ্চিন্ত হওয়া।
৫৮. জুমু'আর সলাত ছেড়ে দিয়ে বিনা কারণে একা একা সলাত আদায় করা।
৫৯. তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া এবং শত্রুতা করা।
৬০. অপসংস্কৃতি ও কু-প্রথার প্রচলন করা অথবা বিভ্রান্তির দিকে অন্যদের আহবান করা।
৬১. মুসলিমদের ত্রুটি-বিচ্যুতির সন্ধান করা এবং তাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করা।
৬২. কোন বংশ বা তার লোকদের খারাপ দোষে অভিহিত করা।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ

ক) আকীদা কী? আকীদার গুরুত্বগুলো কী কী?
খ) ইসলামী আকীদার উৎস কয়টি ও কী কী?
গ) আকীদা নষ্টকারী বিষয়গুলো কী কী?
ঘ) আল্লাহ কোথায় আছেন? আল্লাহর কি আকার আছে?
ঙ) কবীরা ও সগীরা গুনাহগুলো কী কী? কবীরা গুনাহ থেকে আমরা কিভাবে বেঁচে থাকতে পারি?

২। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

ক) আকীদার উৎস কয়টি?
i) ৩ টি ii) ৬ টি iii) ৪ টি iv) ১১ টি
খ) ইসলামী পরিভাষায় আকীদার অপর নাম কী?
i) বিশ্বাস ii) সিয়াম iii) যাকাত iv) আকীদা
গ) মহানাবী ﷺ মক্কায় সর্বপ্রথম কী সংশোধনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন?
i) নামায ii) সিয়াম iii) যাকাত iv) আকীদা

৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) আকীদা এমন ধারণা যাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র.....নেই।
খ) মুনাফিক কাফির হতে.....ও ..... ।
গ) ইসলামী আকীদার উৎস.....টি।
ঘ) আল্লাহ নিরাকার নয়, আল্লাহর .....আছে।

৪। সত্য হলে "স" মিথ্যা হলে "মি" লিখ ঃ

ক) সন্দেহযুক্ত বিশ্বাস আকীদার অন্তর্ভুক্ত।
খ) আকীদার উৎস ৩ টি।
গ) মুনাফিকরাতো জাহান্নামের নিম্নতর স্তরে থাকবে।
ঘ) মুখে যে ব্যক্তি ইসলামের কথা ঘোষণা করে কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করে না, সেই ব্যক্তি হলো মুনাফিক।
ঙ) আল্লাহর আকার আছে।

৫। বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর ঃ

বাম পাশ	ডান পাশ
ক) যুগে যুগে নাবী রসূলগণের দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তু ছিল	ক) আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।
খ) আকীদা হলো	খ) আকীদা।
গ) আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নয়	গ) ৬ টি।
ঘ) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আকীদার মূল বিষয়	ঘ) জ্ঞান সর্বত্র বিরাজমান।